A) সারিবদ্ধভাবে একত্রে কাজ করতে করতে যে গান গাওয়া হয় তাকে সারিগান বলা হয়। তবে বিশেষত নৌকার মাঝিমাল্লারা একযোগে নৌকা বাইতে বাইতে শ্রম লাঘবের জন্য যে গান গায় তাকেই সারিগান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নৌকার হাল ধরা পাটমাঝি গান ধরলে অন্য মাঝিরাও তান ধরেন। গোটা বহর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে একই গানের সুর। পাটমাঝিকে বয়াতী-ও বলা হয়। কর্মছন্দের তালে তালে এই গানের চলন নির্ভর করে। গানের বিষয় বিস্তৃত। রাধাকৃষ্ণ, শিবপার্বতী, লৌকিক নায়ক নায়িকার প্রেম-বিরহ ইত্যাদিই এই গানের বিষয়। রাজশাহী, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বিজয়া দশমীতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে নৌকাবাইচের প্রতিযোগিতা হতো। প্রতিযোগিতার উত্তেজনায় দলের মাঝিমাল্লাদের তাতানোর জন্য দামামা, ঢোল- কাঁসি সহযোগে দ্রুতছন্দের বীর রসাত্মক গান গাওয়ার রেওয়াজ ছিল। এখনও এর চল রয়েছে। সারিগানের মতোই ভাটিয়ালিও মাঝিমাল্লাদের গান। তবে সারি হল কোরাস, অর্থাৎ সমবেতভাবে গাওয়ার গান। ভাটিয়ালি একান্তই একলা গাওয়ার গান। এই ধরনের গান প্রায় কখনোই আখ্যানধর্মী নয়, বরং লিরিকাল ও মেলোডিয়াস। ব্যক্তিহৃদয়ের আবেগঘন উচ্ছ্বাস, গভীর অনুভব ও তত্ত্বজিজ্ঞাসা এই গানে ফুটে ওঠে। কোনো বাদ্যযন্ত্র এই গানে আবশ্যিক নয়। সুর আর কন্ঠই এর অবলম্বন।

a) মন্তব্য : 'সারি' ও 'ভাটিয়ালি' - এই উভয় প্রকার সংগীতই মূলত মাঝিমাল্লাদের গান।

কারণ (ক) : সারিগানও মাঝিরাই শ্রম লাঘবের জন্য সমবেত কন্ঠে গায়।

কারণ (খ) : ভাটিয়ালি গানও মাঝিরাই শ্রম লাঘবের জন্য সমবেত কন্ঠে গায়।

i) কারণ (ক) ও (খ) দুটোই ঠিক

ii) কারণ (ক) ও (খ) দুটোই ভুল

iii) কারণ (ক) ঠিক হলেও (খ) ভুল

iv) কারণ (ক) ভুল হলেও (খ) ঠিক

b) নিম্নোক্ত কোনটি সারি গানের বৈশিষ্ট্য নয়?

i) সারিগানে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার আছে

ii) সারিগান মূলত আখ্যানধর্মী নয়

iii) সারিগান গেয়ে মাঝিরা পরিশ্রম লাঘব করে

iv) সারিগান বীররসাত্মকধর্মী

c) 'বয়াতী' হলো ---

i) নৌকার মাঝি

ii) নৌকার খালাসি

iii) নৌকার যাত্রী

iv) নৌকার গায়ক

d) 'একান্ত' - শব্দটির পদান্তর হবে-

i) একান্তনীয়

ii) ঐকান্তিক

iii) একান্তই

iv) একান্তে

B) সাংস্কৃতিক ঐক্যের একটি প্রধান উপাদান হল ভাষা। কেননা ভাষার মাধ্যমেই কোনো জাতির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও উত্তরাধিকার প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ' - এ বাঙালির ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে একটি পুথি সংগ্রহ করে আনেন। অন্য দুটি অপভ্রংশ রচনার সঙ্গে একত্রে এর নাম ছিল 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। এই ঘটনার প্রায় দশ বছর পরে ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে তাঁর সম্পাদনায় 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে গ্রন্থাকারে এটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিতে ছিল সংস্কৃত টীকাসহ ধর্মাচরণের বিধিনিষেধ বিষয়ক মোট সাড়ে ছেচল্লিশটি (৪৬টি সম্পূর্ণ গান এবং ১টি খণ্ডিত বা অসম্পূর্ণ গান) এবং বৌদ্ধাচার্য সরোজব্রজ ও কৃষ্ণাচার্য রচিত দোহা। সাধারণভাবে লোকমুখে এটিই চর্যাপদ বা চর্যাগীতি নামে পরিচিত। এর বেশ কিছুকাল পরে প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় নেপাল থেকেই চর্যাপদের অন্য একটি তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার করেন। তিব্বতিতে প্রাপ্ত পদ বা গানের সংখ্যা একান্ন। যা থেকে বোঝা যায় মূল বইয়ে মোট একান্নটি পদ বা গান ছিল। যাইহোক এই চর্যাপদের আবিষ্কার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি

যুগান্তকারী ঘটনা। কেননা চর্যাপদ হল একই সঙ্গে বাংলা ভাষা তথা নব্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় নানা দিক বিচার করে প্রমাণ করেছেন এই পদগুলি দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই রচিত হয়েছিল। আর এর গীতিকারেরা সকলেই হয় প্রাচীন বাংলার অধিবাসী ছিলেন, নয় তাঁদের বাংলাদেশ ও বাঙালির জীবন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল।

a) মন্তব্য : চর্যাপদের আবিষ্কার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ--

মন্তব্য (ক) : নব্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনতম রূপ হিসেবে চর্যাপদের গুরুত্ব আছে।

মন্তব্য (খ) : বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন হিসেবেও এই গ্রন্থের গুরুত্ব আছে।

মন্তব্য (ক) ও (খ) উভয়কেই ঠিক বা ভুল হিসাবে চিহ্নিত করো।

i) মন্তব্য (ক) ও (খ) দুটোই ঠিক

ii) মন্তব্য (ক) ও (খ) দুটোই ভুল

iii) মন্তব্য (ক) ঠিক, কিন্তু (খ) ভুল

iv) মন্তব্য (ক) ভুল কিন্তু, (খ) ঠিক

b) 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় কোথা থেকে?

i) নেপালের রাজদরবার থেকে

ii) নেপালের গ্রন্থাগার থেকে

iii) তিব্বত থেকে

iv) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে

c) ভাষার গুরুত্ব মূলত কোথায়?

i) অপসংস্কৃতির বাহক হিসেবে

ii) সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে

iii) বই প্রকাশ করতে

iv) অবাঞ্ছিত কলহে যোগদান করতে

d) 'এর'- সর্বনামটির সাধু রূপ হবে--

i) এঁর

ii) এনার

iii) ইহার

iv) ইহাতে

C) আকাশে ঘন মেঘ। এমন দিনে ভৈরবের বুকে বজরা নিয়ে বেরোবার সাহস কম লোকেরই থাকে। পীঠাভোগের সম্পন্ন ব্রাহ্মণ রামগোপালের পুত্র পুরুষোত্তম বয়সে নবীন হলেও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সাহসী পুরুষ। তিনি আকাশ নিরীক্ষণ করেও ভয় পেলেন না। মাঝিদের বজরা ভাসাতে বললেন। পিতার আদেশে বিশেষ একটি কাজের দায়িত্ব নিয়ে তিনি যাবেন পুরনো কসবায়। দেরি করা চলবে না। সারাদিন বিঘ্ন ঘটল না। বজরা এগিয়ে গেল অনেকটা পথ। সন্ধ্যার মুখে উঠল ঝড়। মাঝিদের কপালে চিন্তার ভাঁজ গভীর থেকে গভীরতর হল। আর তো এগোনো যায় না। ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির দাপট শুরু হলে বজরায় থাকাও নিরাপদ নয়। নিয়তির অমোঘ নির্দেশে বজরা ভিড়ল দক্ষিণডিহির কেয়াতলা ঘাটে। ঘাটের অদূরেই ছিল দক্ষিণানাথ রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির। নিরুপায় পুরুষোত্তম সেখানেই আশ্রয় চাইলেন একটি রাতের জন্যে। তাঁর পরিচয় পেয়ে পুরোহিত খবর পাঠালেন জমিদার বাড়িতে। রূপবান এক ব্রাহ্মণ যুবক আশ্রয়প্রার্থী হয়েছেন শুনে চমকে উঠলেন ভূস্বামী শুকদেব রায়চৌধুরী। নানা ধরণের ভাবনা চিন্তায় তাঁর সময় ভালো যাচ্ছে না। তবু তিনি বৃষ্টি উপেক্ষা করে নিজে এলেন মন্দিরে, পুরুষোত্তমকে দেখে সাগ্রহে তাঁকে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে। আগন্তুকের পরিচয় পেয়ে নতুন আশায় বুক বাঁধলেন। আদর-আপ্যায়ণে অভিভূত পুরুষোত্তম। দুর্যোগপূর্ণ রাতটি যে এত ভালো ভাবে কাটবে তা তিনি আশাই করেননি।

a) মন্তব্য : পুরুষোত্তম, শুকদেব রায়চৌধুরীর বদান্যতায় সেবারের মতো বিপন্মুক্ত হয়েছিলেন।

কারণ (ক) : পুরুষোত্তম জমিদার বাড়িতে আশ্রয় চেয়েছিলেন।

কারণ (খ) : জমিদারবাবু অসহায় পুরুষোত্তমকে সানন্দে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

কারণ দুটিকে ঠিক অথবা ভুল হিসাবে চিহ্নিত করো।

i) কারণ (ক) ও (খ) দুটোই ঠিক

ii) কারণ (ক) ও (খ) দুটোই ভুল

iii) কারণ (ক) ঠিক, কিন্তু (খ) ভুল

iv) কারণ (ক) ভুল, কিন্তু (খ) ঠিক

b) নিম্নোক্ত কোনটি পুরুষোত্তম চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নয়?

i) পুরুষোত্তম অল্পবয়সী সুপুরুষ

ii) পুরুষোত্তম কঠিন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না

iii) পুরুষোত্তম নির্ভীক

iv) পিতৃ আদেশ পালনে পুরুষোত্তম তৎপর

c) শুকদেব রায়চৌধুরী কোথাকার জমিদার ছিলেন?

i) দক্ষিণডিহির

ii) পীঠাভোগের

iii) কেয়াতলার

iv) কালনার

d) 'পুরুষোত্তম' - শব্দে যে দুটি বর্ণের সন্ধি হয়েছে তা হলো--

i) ষ্ + অ

ii) ষ্ + ও

iii) অ + উ

iv) অ + ও

D) আমার জীবনে এমন সব ঘটনা এসে হানা দিয়েছে, যার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। আমি ঘটনাগুলোকে বোঝবার চেষ্টা করেও এক সময় হাল ছেড়ে দিয়েছি। এখন আর ব্যাখ্যা করার চেষ্টাও করি না। মনে হয়, ওরা যে আমার জীবনে অযাচিত ভাবে এসেছে, তার চেয়ে গভীর অর্থ আর কী হতে পারে! একদিন রাস্তায় এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে আপনি যদি এমন কাউকে দেখে ফেলেন, যাকে চিত্রে বা স্বপ্নে দেখা যায়, হয়তো একটি মুহূর্তের জন্য মুখোমুখিও দেখা হয়ে যেতে পারে, তবে কী মনে হবে আপনার? মনে হবে না, এক আশ্চর্য দরজা খুলে গেছে আপনার সামনে? সেবার লখনউতে গিয়ে এমন এক আশ্চর্য দরজাই খুলে গিয়েছিল আমার সামনে। খবরের কাগজের কলম পেষা মজুর আমি, গিয়েছিলাম লখনউয়ের বাইজিদের নিয়ে একটা লেখার খোঁজে। লখনউতে পৌঁছে প্রথম দেখা করি পরভিন তালহার সঙ্গে ; তিনি উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, লখনউয়ের ইতিহাস তাঁর চোখের পর্দায় ভাসতে দেখেছিলাম। পরভিন আমাকে বলেছিলেন, যে বাইজিদের কথা আপনি হালির পুরনো লখনউ বইতে, উমরাও জান উপন্যাসে পড়েছেন, তাঁদের দেখা লখনউতে আর পাবেন না। সত্যিই পাইনি। আমি তাই নানা মানুষের মুখে শোনা গল্প লিখে নিচ্ছিলাম ডায়েরিতে। এইসব গল্পই বা কম কী? বংশ পরম্পরায় যে-গল্প বয়ে চলেছে,তাকে ইতিহাসের চেয়ে ছোটো করে দেখা, অন্তত, আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এইরকম, এর ওর মুখ থেকে গল্প শুনতে শুনতে আমি গিয়ে পৌঁছলাম পুরনো লখনউতে, ফরিদ মিঞার কাছে। ধুলোয় ঢাকা ওয়াজিরগঞ্জে।

a) কাহিনী কথক বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন কোথায় পৌঁছে?

i) কোলকাতায়

ii) দিল্লীতে

iii) লখনউতে

iv) আজিমগঞ্জে

b) পেশাগত ভাবে কাহিনী কথক ছিলেন একজন--

i) উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী

ii) গোয়েন্দা

iii) মজুর

iv) সাংবাদিক

c) কাহিনী কথক যে কাজটি করতে পারেন নি, তা হলো-

i) দীর্ঘদিনের জনশ্রুতিকে ইতিহাসের মর্যাদা না দেওয়া

ii) বাইজিদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য লখনউ যান নি

iii) শ্রমিকের মতো পরিশ্রম করতে পারেন নি

iv) 'উমরাও জান' উপন্যাসটি পড়তে পারেন নি

d) 'আশ্চর্য' - শব্দটিতে কোন দুটি বর্ণের মধ্যে সন্ধি হয়েছে?

i) স্ + চ্

ii) শ্ + চ্

iii) আ + ছ্

iv) আ + চ্

Section – B (Grammar)

2) প্রদত্ত বিকল্পগুলো থেকে **যেকোনো দশটি** সন্ধির সঠিক উত্তর নির্বাচন করো। (1×10=10)

a) 'বিদ্যুৎ + লতা' - সন্ধি যুক্ত হলে হবে -

i) বিদ্যুদ্লতা

ii) বিদ্যুল্লতা

iii) বিদ্যুদ্দলতা

iv) বিদ্যুত্বলতা

b) 'পতঙ্গ' - এই সন্ধিবদ্ধ পদটির পূর্বপদের শেষ বর্ণ ও পরপদের প্রথম বর্ণটি যথাক্রমে হবে -

i) ম্ + গ্

ii) ন্ + গ্

iii) ঙ্ + ক্